বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

অর্থ বৎসরঃ ২০০৪-২০০৫

৩টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
৩টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৫টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা ওয়াসা ও
১টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, চট্টগ্রাম ওয়াসা।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(দ্বিতীয় খন্ড)
মূল অডিট আপত্তি
(Original Audit Objections)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট ভবন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ঃ............................ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালকের প্রত্যয়নপত্র

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় এর অধস্তন দপ্তরসমূহের ২০০৪-২০০৫ এবং পূর্ববর্তী সালের হিসাব এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করণ এবং অনিয়ম রোধ কল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনায়ন করাই ছিল এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রির্পোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃংঙ্খলা আনয়ন এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এই রির্পোটটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আব্দুল বাছেত খান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ............................ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মন্তব্য	ক
২.	অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্ত সার	খ
৩.	অডিট ফাইন্ডিংস এর বিস্তারিত বিবরণ	১-১৪
৩.১	এল,জি,ই,ডি	১-৩
৩.২	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	৪-৭
৩.৩	ওয়াসা	৮-১৪

অডিট ফাইন্ডিংস এর সংক্ষিপ্ত সার

অনুঃ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা	মোট টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
	(ক) এল,জি,ই,ডি			
১।	সচল রোলারকে অচল দেখিয়ে মেরামতের নামে আর্থিক ক্ষতিসাধন।	১,৫২,৬০০		১
২।	পি পি আর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা লংঘনপূর্বক কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৪,৩৫,৫৮২		২
৩।	নির্মাণ কাজে যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ ঠিকাদারের নিকট হতে কম অর্থ কর্তন করায় সরকারের ক্ষতি।	৫,০৪,৯৭৪		৩
		মোট=	১০,৯৩,১৫৬	
	(খ) জনস্বাস্থ্য			
৪।	আত্মসাৎকৃত অর্থ অনাদায় জনিত কারণে ক্ষতি।	৩৬,৪৭,১০৫		৪
৫।	বিভিন্ন উপজেলার বন্ধ হওয়া গ্রামীন সেনিটেশন কেন্দ্রের তহবিলে রক্ষিত টাকা রাজস্ব খাতে জমা করা হয়নি।	৬,২১,৫৯৯		৫
৬।	ভান্ডারে রক্ষিত যন্ত্রাংশের হদিস নেই।	১,৩২,৫৯২		৬
৭।	সংগৃহীত সহায়ক চাঁদার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের ক্ষতি।	৭,৬৯,৫০০		৭
		মোট=	৫১,৭০,৭৯৬	
	(গ) ওয়াসা			
৮।	ভ্যাটের টাকা অনাদায়ী।	১,১০,৯৮,২৮৮		৮
৯।	পয় বিলের অর্থ অনাদায়ী।	৬,৯৯,৫২,৭৩৫		৯
১০।	ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নলকূপ সমূহের সংযোগ ও বার্ষিক নবায়ন ফি এর অর্থ আদায় না করায় ওয়াসার ক্ষতি।	১৩,৫০,০০০		১০
১১।	পূর্ববর্তী লেজারের ব্যালেন্স চলতি লেজারে স্থানান্তর না করায় পানির মূল্য বাবদ কর্তৃপক্ষের রাজস্ব ক্ষতি।	২,০৯,৯৮৩		১১
১২।	ব্যক্তিমালিকাধীন গভীর নলকূপ এর সংযোগ চার্জ ও বার্ষিক নবায়ন ফি ধার্য না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,২৪,৬০,০০০		১২
১৩।	সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকগণের নিকট হতে পানির বিল আদায় না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি।	৩২,২৫,৪১৬		১৩
১৪।	বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকগণের নিকট পানির বিল বাবদ অনাদায়ী।	৮৬,৮৮,৫০৩		১৪
		মোট=	১১,৬৯,৮৪,৯২৫	
		সর্বমোট (ক+খ+গ)=	১২,৩২,৪৮,৮৭৭	

অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনাম ঃ সচল রোলারকে অচল দেখিয়ে মেরামতের নামে আর্থিক ক্ষতিসাধন ১,৫২,৬০০ (এক লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত) টাকা ।

বিষয়বস্তুঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এল জি ই ডি, খুলনার ২০০৪-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, দুইটি রোলার ঠিকাদারকে ভাড়া দেয়া হয় এবং কাজের সাইটে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু একই সময়ে রোলারগুলো মেরামতের নামে বিল বাবদ ১,৫২,৬০০ টাকা পরিশোধ (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য) করা হয়।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- বিল রেজিস্টার, কার্যাদেশ, বিল ভাউচার, এম বি তে দেখা যায়, ঠিকাদারের নামে ইস্যু থাকলেও একই সময়ে রোলার ২(দুই)টি অচল দেখিয়ে মেরামত বিল বাবদ (৯১,৯৫০+৬০,৬৫০)= ১,৫২,৬০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- চায়না রোড রোলারগুলো কার্যাদেশ প্রদানকালে খুলনা জেলা হতে ১৩০ কিঃ মিঃ দূরত্বে কয়রা উপজেলায় ছিল।
- নিরীক্ষাকালীন সময়ে নথিটি খুঁজে না পাওয়ায় উহা প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- লগ বই অনুযায়ী কয়রা উপজেলায় কাজের সাইটে রোলার দুইটি সম্পূর্ন রূপে সচল ছিল।
- রোড রোলার ব্যবহারের দৈনিক লগ বহিতে উহা সচল থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।
- একই সময়ে মেরামতের জন্য কার্যাদেশ দিয়ে মেরামত বিল পরিশোধ দেখানো হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত আপত্তিকৃত টাকা আদায় পূর্বক সরকারি খাতে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-২

শিরোনাম ঃ পি পি আর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা লংঘনপূর্বক কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৪,৩৫,৫৮২ (চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত বিরাশি) টাকা।

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এল জি ই ডি, শেরপুর এর ২০০৪-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, একটি ফুট ব্রীজ নির্মান কাজ দরপত্র নং ৩৬/২০০০-০১ কার্যাদেশ নং ১৫৭৮ তারিখ ১২-৬-২০০১ প্রাক্কলিত মূল্য ৬,৭২,৮৭৬ টাকার ৫% নিম্নদরে ৬,৩৯,২৩৪ টাকায় ঠিকাদার মেসার্স প্রাপ্ত ট্রেডার্সকে দেয়া হয়।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- গনখাতে সংগ্রহ প্রবিধানমালা ২০০৩ এর ১৮ (১) (গ-ঙ) মোতাবেক একই প্রকৃতির কাজের পুনরাবৃত্তিসহ নতুন কাজের মূল্য হবে মূল চুক্তি মুল্যের অনধিক ১৫%।
- ১৫% হিসাবে (৬,৩৯,২৩৪×১৫)÷১০০=৯৫,৮৮৫ টাকা সহ মোট (৬,৩৯,২৩৪+৯৫,৮৮৫) = ৭,৩৫,১১৯ টাকার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরিশোধ করা হয়েছে ১০,৭৪,৮১৬ টাকা।
- অর্থাৎ (১০,৭৪,৮১৬ - ৬,৩৯,২৩৪) = ৪,৩৫,৫৮২ টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়েছে। যা মূল চুক্তি মূল্যের ৬৮% বেশী।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পি পি আর-২০০৩ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ১৫% এর বেশী কাজ অনুমোদন ও পরিশোধ করা যাবে না।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ৩

শিরেনাম ঃ **নির্মাণ কাজে যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ ঠিকাদারের নিকট হতে কম অর্থ কর্তন করায় সরকারের ক্ষতি ৫,০৪,৯৭৪ (পাঁচ লক্ষ চার হাজার নয়শত চুয়াত্তর) টাকা ।**

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, নওগাঁর ২০০৪-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ কম অর্থ কর্তন করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- এতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৫,০৪,৯৭৪ টাকা (পরিশিষ্ট- ২ ক-ছ দ্রষ্টব্য)

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- প্রধান প্রকৌশলীর স্মারক নং-এলজিইডি/সিই/এম-১১/২০০২/৬৪৪ তারিখঃ- ২২-০১-২০০৩ এর নির্দেশ মোতাবেক যাহাদের যন্ত্রপাতি নেই তারা এল জি ই ডির নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে বাধ্য থাকবেন এবং রেইটস সিডিউল অনুযায়ী রোলার ভাড়া কর্তন করতে হবে।
- কিন্তু পরিশিষ্টে উল্লিখিত বিলসমূহ হতে আলোচ্য ভাড়া কম কর্তন করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ঠিকাদারের নিকট হতে কম কর্তনকৃত অর্থ আদায় করত নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ কম অর্থ কর্তনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ভাড়া বাবদ কম অর্থ কর্তনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি হিসাবভূক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ৪ ।

শিরোনাম ঃ **আত্মসাৎকৃত অর্থ অনাদায় জনিত কারণে ক্ষতি ৩৬,৪৭,১০৫ (ছয়ত্রিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একশত পাঁচ) টাকা ।**

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, হবিগঞ্জ এর ২০০৪-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়- স্লাব, রিং ও নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।
- রাজস্ব আদায়কারী কমকর্তা/কর্মচারীরা মালামাল ঘাটতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছে। সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৩৬,৪৭,১০৫ টাকা (পরিশিষ্ট- ৩ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- এ বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধে রূজুকৃত মামলাগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ অনিষ্পন্ন থাকায় সরকারের ক্ষতি।
- নথি নং-সি-৩০ এবং ক্যাশ বই যাচাইয়ান্তে মালামাল ঘাটতির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বিভাগীয় মামলা হয়েছে, মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বিভাগীয় মামলাগুলোর নথি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। মামলাগুলোর কোন অগ্রগতি নেই। মামলাগুলো মূলতবী রেখে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধনকারীগণকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি ক্ষতি সাধনে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫।

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন উপজেলার বন্ধ হওয়া গ্রামীন সেনিটেশন কেন্দ্রের তহবিলে রক্ষিত অর্থ রাজস্ব খাতে জমা করা হয়নি ৬,২১,৫৯৯ (ছয় লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত নিরানব্বই) টাকা।**

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, নোয়াখালীর ২০০৪-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষা কালে দেখা যায়, গ্রামীন সেনিটেশন কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পরও ঘূর্ণায়মান তহবিলে রক্ষিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি (পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস কোডের ১৭৭ (এ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক যে কোন রাজস্ব অনাদায়ের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।
- **এক্ষেত্রে বন্ধ হওয়া গ্রামীন সেনিটেশন কেন্দ্রের তহবিলের রক্ষিত অর্থ রাজস্ব খাতে জমা করা হয়নি।**

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব স্বীকৃতিমূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ

- আপত্তিকৃত টাকা অবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- যথাসময়ে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬।

শিরোনাম ঃ **ভান্ডারে রক্ষিত ১,৩২,৫৯২ (এক লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত বিরানব্বই) টাকা মূল্যের যন্ত্রাংশের হদিস নেই।**

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, নোয়াখালীর ২০০৪-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, ঘাটতিকৃত মালামাল কিংবা উহার মূল্য আদায় করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১,৩২,৫৯২ টাকা মূল্যের যন্ত্রাংশের হদিস নাই (পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতিঃ

- উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কোম্পানীগঞ্জ কর্তৃক জুন-২০০৫ মাসের প্রদত্ত বিবরণীতে মালামাল গরমিলের এই হিসাব পাওয়া যায়।
- সি.পি.ডব্লিউ-ডি কোডের ১২৯ ও ১৩০ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভান্ডারের মালামাল রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সহিত যোগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক অধীনস্থ অফিস ভান্ডারে রক্ষিত মালামাল বাস্তব যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মালামাল ঘাটতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭।

শিরোনাম ঃ **সংগৃহীত সহায়ক চাঁদার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের ক্ষতি ৭,৬৯,৫০০ (সাত লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত) টাকা।**

বিষয়বস্তু ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, লক্ষীপুর এর ২০০৪-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্পের উপকার ভোগীদের নিকট হতে সহায়ক চাঁদা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি হয়েছে ৭,৬৯,৫০০ টাকা (পরিশিষ্ট -৬ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- জেলার রামগতি থানার উক্ত প্রকল্পের আওতায় মোট ২২৮৭টি নলকুপ স্থাপন করা হয় এবং উপকার ভোগীদের নিকট হতে মোট ২৮,৫০,০০০ টাকা সহায়ক চাঁদা আদায় করা হয়।
- কিন্তু সরকারি কোষাগারে জাম করা হয়েছে মাত্র ২০,৮০,৫০০ টাকা, ফলে সরকারি সহায়ক চাঁদা বাবদ অর্থ কম জমা দেয়া হয়েছে (২৮,৫০,০০০-২০,৮০,৫০০)=৭,৬৯,৫০০ টাকা।
- ট্রেজারী বিধি-১৪ অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব আদায়ের সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- সহায়ক চাঁদা সরকারি কোষাগারে জমাদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। অনিয়মিতভাবে সরকারি অর্থ ধরে রেখে রাজস্ব ক্ষতি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ সমূদয় টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে সরকারি হিসাবভূক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৮।

শিরোনামঃ **ভ্যাট বাবদ অনাদায়ী ১,১০,৯৮,২৮৮ (এক কোটি দশ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত আটাশি) টাকা ।**

বিষয়বস্তু ঃ

- ঢাকা ওয়াসার ৩টি কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, এক লেজার হতে অন্য লেজারে পানির প্রকৃত মুল্য বাবদ স্থিতি স্থানান্তর করা হয়নি।
- ফলে ১৫% হারে গ্রাহকের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ ১,১০,৯৮,২৮৮ টাকা অনাদায়ী রয়েছে (পরিশিষ্ট-৭'ক-গ' দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি.পি.ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) এর নির্দেশানুযায়ী যে কোন রাজস্ব অনাদায়ের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।
- এক্ষেত্রে আপত্তিকৃত অনাদায়ী ভ্যাটের টাকা আদায় করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বকেয়া আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আদায়ের পর অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বকেয়া অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বকেয়া হাল নাগাদ করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সমুদয় বকেয়া আদায় করে ওয়াসার হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ৯।

শিরোনাম ঃ **পয় বিল বাবদ অনাদায়ী ৬,৯৯,৫২,৭৩৫ (ছয় কোটি নিরানব্বই লক্ষ বায়ান্ন হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ) টাকা ।**

বিষয়বস্তু ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজস্ব জোন-১, ঢাকা ওয়াসা, ফকিরাপুল, ঢাকার ২০০৪-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, বার্ষিক মূল্যায়ন রেজিস্টার অনুযায়ী হোটেল পূর্বাণী ও জনাব কে.এস.আর আক্তার এর হিসাব নম্বর-২০৭/৩ ও ৬৭/৮ এর বিপরীতে পয় বিল বাবদ ওয়াসার বকেয়া ৬,৯৯,৫২,৭৩৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে (পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি.পি.ডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) এর নির্দেশানুযায়ী যে কোন রাজস্ব অনাদায়ের জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তা দায়ী।
- এক্ষেত্রে আপত্তিকৃত পয় বিলের টাকা আদায় করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বকেয়া আদায়ের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পরে অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বকেয়া আদায় হাল নাগাদ করা প্রয়োজন।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সমুদয় বকেয়া আদায় করে ওয়াসার হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ১০ ।

শিরোনাম ঃ **ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নলকুপ সমূহের সংযোগ ও বার্ষিক নবায়ন ফি বাবদ অর্থ আদায় না করায় ওয়াসার ক্ষতি ১৩,৫০,০০০ (তের লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা ।**

বিষয়বস্তু ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ রাজস্ব অঞ্চল, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকার ২০০৩-০৪ হতে ২০০৪-০৫ সনে হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, বেসরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন সাইজের ১২টি গভীর নলকূপের সংযোগ চার্জ ও বাৎসরিক নবায়ন ফি বাবদ অর্থ আদায় করা হয়নি ।
- এতে ওয়াসার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১৩,৫০,০০০ টাকা (পরিশিষ্ট-৯ দ্রষ্টব্য) ।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৯ সালে জারীকৃত সংযোগ চার্জ/বাৎসরিক নবায়ন ফি প্রদান সংক্রান্ত গেজেটের নির্দেশ অনুযায়ী সংযোগ চার্জ, নবায়ণ ফি এবং অতিরিক্ত চার্জ আদায়যোগ্য ।
- উক্ত গেজেট অনুযায়ী প্রতি সংযোগ ফির হার আবাসিক ৪০,০০০ টাকা এবং বাণিজ্যিক ৫৫,০০০ টাকা ।
- তাছাড়া প্রতি সংযোগ বার্ষিক নবায়ন ফি ২৭,০০০ টাকা এবং নবায়ন ফির ২৫% অতিরিক্ত চার্জ আদায়যোগ্য ।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- সংযোগ ফি এবং বার্ষিক নবায়ন ফি ধার্য করার বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল আছে এবং এ কার্যালয় হতে পত্র লেখা অব্যাহত আছে ।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গভীর নলকূপের সংযোগ চার্জ ও অতিরিক্ত চার্জসহ বাৎসরিক নবায়ন ফি আদায় না করায় ওয়াসা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে ।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক ওয়াসার হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ নং-১১।

বিষয়বস্তু ঃ **পূর্ববর্তী লেজারের ব্যালেন্স চলতি লেজারে স্থানান্তর না করায় পানির মূল্য বাবদ কর্তৃপক্ষের রাজস্ব ক্ষতি ২,০৯,৯৮৩ (দুই লক্ষ নয় হাজার নয়শত তিরাশি) টাকা।**

বিষয়বস্তু ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ রাজস্ব জোন, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকার এর ২০০৩-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, লেজার পরিবর্তনের সময় বকেয়ার অংক স্থানান্তর করা হয়নি।
- ফলে সংস্থার পানির মূল্য বাবদ মোট ২,০৯,৯৮৩ টাকা ওয়াসার হিসাব বহির্ভূত রয়ে যায় (পরিশিষ্ট-১০'ক-খ' দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- এক লেজার হতে অন্য লেজারে গ্রাহকের হিসাব স্থানান্তরের সময় হুবহু স্থানান্তর করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়নি।
- তাছাড়া ১৫ বৎসরের বকেয়া বাদ দিয়ে বিল জারি করায় উক্ত রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে সংগে নিয়ে লেজার পরীক্ষা করে ব্রডশীট জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ লেজার থেকে নেয়া তথ্যে তৈরীকৃত পরিশিষ্টের প্রতিটি পাতায় রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর/সত্যায়িত করার পরেই আপত্তি উথাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ও সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে ওয়াসার হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২ ঃ

শিরোনাম ঃ **ব্যক্তিমালিকাধীন গভীর নলকুপ এর সংযোগ চার্জ ও বার্ষিক নবায়ন ফি ধার্য না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,২৪,৬০,০০০ (দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা।**

বিষয়বস্তু ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ রাজস্ব জোন, ঢাকা ওয়াসার, ঢাকা এর ২০০৩-০৪ হতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, ১" হতে ১.৫" ব্যাসের ৪৬৩টি ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নলকূপ এর উপর সংস্থাপন চার্জ ও নবায়ন ফি ধার্য বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- ফলে ওয়াসার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ২,২৪,৬০,০০০ টাকা (পরিশিষ্ট-১১ 'ক-খ' দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সংস্থাপন চার্জ ও বাৎসরিক নবায়ন ফি এর টাকা ধার্য করে গত ১৪-১০-০৩ খ্রিঃ তারিখে রাজস্ব কর্মকর্তার প্রস্তাব প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট পেশ করা হয়।
- উক্ত আদেশ মোতাবেক সংস্থাপন চার্জ ও নবায়ন ফি আদায়যোগ্য।
- উক্ত প্রস্তাব কার্যকর না হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ জোনের ২,২৪,৬০,০০০ টাকা রাজস্ব প্রাপ্তি হতে ওয়াসা বঞ্চিত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- সংযোগ ফি এবং বার্ষিক নবায়ন ফি ধার্য করার বিষয়ে এ কার্যালয় হতে পত্র লেখা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ দীর্ঘ ৩ বৎসর পূর্বে চিঠি লেখা হলেও সংস্থার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাজস্ব প্রাপ্তির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংস্থাপন চার্জ ও বাৎসরিক নবায়ন ফি ধার্য না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- ক্ষতিকৃত রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কার্যকর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩।

শিরোনাম ঃ সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট হতে পানির বিল বাবদ অনাদায়ী ৩২,২৫,৪১৬ (বত্রিশ লক্ষ পাঁচিশ হাজার চারশত ষোল) টাকা।

বিসয়বস্তু ঃ

- রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, রাজস্ব জোন-২, চাঁদনীঘাট, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রামের ২০০৩-০৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, বিভিন্ন গ্রাহকগণের পানির বকেয়া বিল অনাদায় থাকায় পানি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।
- ফলে সরকার বা ওয়াসার রাজস্ব বাবদ ক্ষতি হয়েছে (১০,১৯,৯৭৯+২২,০৫,৪৩৭) =৩২,২৫,৪১৬ টাকা (পরিশিষ্ট-১২'ক-খ' দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সি পি ডব্লিউ এ কোড এর ১৭৭(এ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সরকারি রাজস্ব আদায় ও জমা করার জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়ী।
- এক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকগণের নিকট হতে পানির বিল বাবদ অনাদায়ী টাকা আদায় করা হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বকেয়া রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত গ্রাহকগণের নিকট নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। বকেয়া পরিশোধ না করায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বকেয়া আদায়ের জন্য দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে শতভাগ বকেয়া আদায় নিশ্চিত করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক ওয়াসার হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪।

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকগণের নিকট পানির বিল বাবদ অনাদায়ী ৮৬,৮৮,৫০৩ (ছিয়াশি লক্ষ আটাশি হাজার পাঁচশত তিন) টাকা ।**

বিষয়বস্তু ঃ

- প্রকল্প পরিচালক, প্রজেক্ট পারফরমেন্স ইনপ্রভমেন্ট (পি.পি.আই) কার্যালয় রাজস্ব জোন-৩ ঢাকা ওয়াসা, লালমাটিয়া, ঢাকার ২০০৩-০৫ সনের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায়, ১৪ জন বিভিন্ন শ্রেনীর গ্রাহকের নিকট পানির বিল বাবদ মোট ৮৬.৮৮,৫০৩ টাকা অনাদায়ী রয়েছে (পরিশিষ্ট-১৩ দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের প্রকৃতি ঃ

- সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্ট কোডের ১৭৭ (এ) ধারা মোতাবেক রাজস্ব আদায়যোগ্য হবার সাথে সাথে উহা আদায় করে সংশিষ্ট খাতে হিসাবভুক্ত করা দপ্তর প্রধানের অপরিহার্য দায়িত্ব ছিল। এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত আদেশ অনুসৃত হয়নি।

কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বকেয়া আদায়ের জন্য ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বকেয়া আদায় নিশ্চিত করা উচিত ছিল কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে অনাদায়ী অর্থ আদায়পূর্বক ওয়াসার হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আব্দুল বাছেত খান)
মহা পরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ.............................. বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

বাঃসঃমুঃ-২০০৭/০৮-২৮৯৯কম/এ-৭১৩ বই, ২০০৭।